



ফোন নং: (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা

রেফ. নং:

তারিখ: ৫-১-২০১৫

No.7(1)-SWC/PC/Rape/SI.425/2015

ষ্ট ১৪২-৫১৫১

No.7(1)-SWC/PC/Un-dth/SI.422/2015

প্রেস রিলিজ

দুটি ঘটনার তদন্তে মহিলা কমিশন - অপরাধীদের শাস্তি দাবি কমিশনের

গত ৩১শে অক্টোবরের স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত ‘ধর্মীয় এবং পনের বলি গৃহবধু’ ঘটনা দুটির তদন্তে কমিশনের দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল ধর্মনগরে থানা প্রতিনিধিদলটি কদমতলা থানাধীন দক্ষিণ কদমতলায় নাবালিকার (১৩) বাড়িতে যান এবং কথা বলেন নাবালিকাটির সাথে ও তার অভিভাবক, প্রতিনিধীদের সাথে। নাবালিকাটি জানায় গত ৩০শে অক্টোবর অধিকরাতে এলাকার আলমাস উদিন (১৫) এবং আকস (১৫) ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঘরে চুকে ঘুমস্ত অবস্থায় তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং আলমাস তাকে ধর্মন করে। নাবালিকাটি ফিরে এসে তার মায়ের কাছে সমস্ত ঘটনা জানায়। কদমতলা থানায় কেইস হলে আসামী হেপ্পুর হয়। মেয়েটির ডাক্তারি পরীক্ষা ও ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে বয়ান লিপিবদ্ধ হয়েছে। মেয়েটি অপরাধীর কঠোর শাস্তি চায়।

তদন্তকারী দলটি এরপর কথা বলেন মৃতা গীতিমালা নাথের মা এবং বাবার সাথে। বিবৃতিতে গীতিমালার মা, বাবা জানান ১২ছবর ১০ মাসের বিবাহিত জীবনে প্রথমদিকে ভাল থাকলেও পরবর্তী সময়ে গীতিমালা তার মা, বাবার কাছ থেকে ১৮ক্ষ ২০ হাজার টাকা নেয়। আর্থিক অনটেনের কারণে। ১৩ অক্টোবর গীতিমালার বাবা গীতিমালার শুশুর বাঢ়ি শিয়েছিনেন পুঁজীর কাপড় ইত্যাদি নিয়ে। তখন কেবল সময়া ছিল বলে মনে হয় নি। ১৯ অক্টোবর গীতিমালা ফোন করে মাকে জানায় তাকে ধর্মনগর নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু কিছু অসুবিধা থাকার জন্য ওকে আনা যায়নি। ২৩ শে অক্টোবর সকালে গীতিমালা মা বাবার সাথে ফোনে কথা বলে। সে দিনই রাত আনন্দমানিক ৮ ৩০ মিনিট নাগাদ গীতিমালার শুশুর ফোন করে জানায় গীতিমালা আত্মহত্যা করেছে, গীতিমালার মা বাবা যেন দশদা হাসপাতালে চলে আসে। গীতিমালার মা বাবা জানায় মৃতদেহের খুনির নীচে একটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। বুকের মাঝখানে এবং পা দুটি কাপড় দিয়ে বীধা ছিল। মৃতা গীতিমালার মা, বাবার দাদী পরিকল্পিত ভাবে গীতিমালার স্বামী, ননাস এবং ভাসুর গীতিমালাকে খুন করেছে। দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবী করছে মৃতার মা, বাবা এবং আত্মীয় পরিজন।

কমিশন দুটি ঘটনার তীব্র নিষ্পত্তি করছে এবং সুষ্ঠু তদন্তক্রমে দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবী করছে।

০৫/১/২০১৫
(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women